দেশে উপেক্ষিত সাইবার ইন্স্যুরেন্স

ইমদাদুল হক

জগতের কোনো পথই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। পথের বাঁকে বাঁকে থাকে নানা বাধা-ঝুঁকি। এই ঝুঁকির বাইরে নেই সাইবার জগতও। মর্ত্যেলোকের মতো এখানেও এই ঝুঁকি উদ্যোক্তাদের হতোদ্যম করে। স্পিড ব্রেক হয়ে শ্লথ করে এগিয়ে যাওয়ার গতি। সঙ্গত কারণেই তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ইন্টারনেটভিত্তিক ঝুঁকি মোকাবেলায় ষাটের দশক থেকেই ভাবনায় চলে আসে 'সাইবার ইন্স্যুরেন্স'। ডিজিটাল ক্যাশ পরিবহনে এই ঝুঁকি শেয়ারের কাজটি শুরু হয় নব্বই দশকের শেষ ভাগে। অবশ্য এর আগে আশির দশক থেকেই শুরু হয় এই সাইবার ইন্স্যুরেন্সের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার টুল কিট। ব্যাংকিং খাতে সাইবার ইন্স্যুরেন্সের এই বিষয়টি জোরালো হয় ওয়াই টু কে এবং নাইন ইলেভেন ঘটনায়।

তখন থেকেই সাইবার জগতে ডিনাইল অব সার্ভিস অ্যাটাক (ডি-ডস), সার্ভিস অ্যাটাক, হ্যাকিং, ফিশিং, ওয়ার্মস, স্প্যাম ইত্যাদি ঝুঁকি মোকাবেলায় অ্যান্টিভাইরাস, অ্যান্টিস্প্যাম সফটওয়্যার, ফায়ারওয়াল এবং ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম দিয়ে ঝুঁকি মোকাবেলার চেষ্টা করা হয়। এ পর্যায়ে ২০০৫ সাল থেকে ব্যবসায় ঝুঁকি মোকাবেলায় সাইবার নিরাপত্তা সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগ হয় ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানগুলো। অবশ্য এখন পর্যন্ত এই নিরাপত্তা কবচটি শুধু প্রযুক্তিতে শীর্ষে থাকা দেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তবে অচিরেই সাইবার ইন্স্যুরেন্সের গুরুত্ব প্রকট হয়ে দেখা দেবে ডাটা সেন্টার স্থাপনের লীলাভূমি হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের মতো দেশে। কিন্তু দুঃখজনক, বাস্তবতার বিষয়টি এখনও এখানে অনালোচিত। বড় ধরনের দুর্ঘটনায় শিকার হওয়ার আগেই সরকার ও সংশ্লিষ্টরা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবে বলেই প্রত্যাশা বিশিষ্টজনদের।

বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে তিনগুণ বাড়বে সাইবার ইন্স্যুরেন্স বাজার। টাকার অঙ্কে এই বাজার দাঁড়াবে সাড়ে সাতশ' কোটি ডলারে। আর বিষয়টি আমলে নিয়ে নতুন কোনো প্রিমিয়াম সেবা চালু না করা হলে ব্যতিক্রমী টেক প্রতিষ্ঠান গুগল ও অ্যাপলের মতো সাইবার সিকিউরিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে ধরাশায়ী হবে প্রথাগত ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানগুলো। এর ফলে সাইবার অ্যাক্টিভিটির ঝুঁকি গ্রহণ বা সাইবার কাভারের জন্য অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করায় ইন্স্যুরেন্সদাতা এবং ইন্স্যুরেন্সদাতারা উচ্চমাত্রার ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছেন ইন্স্যুরেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পিব্লিউসি'র ব্যবসায় পরামর্শক পল ডেলব্রিজ।

পিব্লিউ জানিয়েছে, সাইবার নিরপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূল্য সংকোচন কিংবা শর্ত জটিলতা আরও দীর্ঘায়িত হয়, তবে এজন্য ইন্স্যুরেন্সদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কড়া মূল্য দিতে হবে। ইন্স্যুরেন্সের এই বাজারও দখল করে নেবে টেক জায়ান্টরা। কেননা, ২০-৩০ বছর বয়সী মানুষ প্রথাগত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ে ব্র্যান্ড হিসেবে গুগল এবং অ্যাপলের মতো প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা রাখবে।

পিব্লিউসি ইন্স্যুরেন্স পার্টনার পল ডেলবার্গ সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, বরাবরই গুগলকে আমি সৃজনশীল হিসেবেই দেখেছি। সাইবার ঝুঁকি নিরাপত্তা বা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বেশি গোছালো। তিনি বলেন, ডাটার নিরাপত্তায় শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই গত বছর ইন্স্যুরেন্স বাবদ খরচ হয়েছে ২৫০ কোটি ডলার। সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন মনে করছে এই ব্যয় লম্ফ দিয়ে বেড়ে যাবে।

এদিকে গত সপ্তাহে অপর একটি প্রতিবেদনে জার্মানির ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান আলিয়ঁস জানিয়েছে, ২০২৫ সাল নাগাদ সাইবার ইন্স্যুরেন্স বাজার ২০ কোটি ডলারের অঙ্ক ছাড়িয়ে যাবে। আলিয়ঁস গ্লোবাল করপোরেট বিশেষজ্ঞ নাইজেল পিয়ারসন জানান, ডাটার নিরাপত্তা দেয়া বর্তমান সময়ে বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। নিরাপত্তার ঘেরাটোপ গলেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে স্পর্শকাতর তথ্য। এজন্য চড়া মূল্যও দিতে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তদের। ফলে আগামীতে সাইবার ইন্স্যুরেন্স বাজারকে হেলা করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, সাইবার হামলা বাড়ার সাথে সাথে এর প্রতিরোধে নিয়মিত পদক্ষেপ অব্যাহত থাকলেও নিস্তার মিলছে না কিছুতেই। প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাঙতে উন্নত ও অত্যাধুনিক ম্যালওয়্যার ব্যবহার করছে সাইবার অপরাধীরা। বর্তমানে যেসব ম্যালওয়্যার শনাক্ত হচ্ছে, তা আগের তুলনায় অনেক সৃজনশীল উপায়ে তৈরি হচ্ছে। চলতি সপ্তাহে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বি ইনসাইড টেকনোলজি সামিটে (বিআইটিএস) ম্যালওয়্যার সম্পর্কে এমন তথ্যই জানান সাইবার বিশেষজ্ঞেরা। সাইবার হামলার কারণে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলোর খরচ বাড়ছে। হামলা থেকে গ্রাহক ও নিজেদের তথ্য রক্ষা করতে সাইবার নিরাপত্তা খাতে খরচ বাড়ার কোনো বিকল্প নেই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে। কিন্তু নিরাপত্তা বাড়াতে যেখানে খরচ বাড়ানো হচ্ছে, সেখানে হামলার অনুষঙ্গও উন্নয়ন করছে সাইবার অপরাধীরা। এতে হামলা প্রতিরোধ আরও কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে, সাইবার অপরাধীরা এমন সব অ্যাপের মধ্যে ম্যালওয়্যার যুক্ত করছে, যেগুলো অ্যান্ড্রয়িডের ব্যবহারযোগ্য খুবই পরিচিত অ্যাপ। এ কারণে বিশেষজ্ঞেরা সাইবার হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকতে অপরিচিত অ্যাপ ডাউনলোড না করার যে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তাও টিকছে না। পরিচিত অ্যাপগুলোয় ম্যালওয়্যার ছড়ানোর কারণে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

> আগামী ২০২০ সালের মধ্যে তিনগুণ বাড়বে সাইবার ইন্স্যুরেন্স বাজার। টাকার অঙ্কে এই বাজার দাঁড়াবে সাড়ে সাতশ' কোটি ডলারে। আর বিষয়টি আমলে নিয়ে নতুন কোনো প্রিমিয়াম সেবা চালু না করা হলে ব্যতিক্রমী টেক প্রতিষ্ঠান গুগল ও অ্যাপলের মতো সাইবার সিকিউরিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে ধরাশায়ী হবে প্রথাগত ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানগুলো।

সাইবার অপরাধীরা র‍্যানসামওয়্যার নামে বিশেষ ম্যালওয়্যারের উন্নয়ন করছে। র‍্যানসামওয়্যার বলতে সেসব ক্ষতিকর সফটওয়্যারকেই বোঝায়, যার মাধ্যমে অপরাধীরা গ্রাহকের তথ্য হাতিয়ে নিয়ে অর্থের বিনিময়ে তা আবার গ্রাহককে সরবরাহ করে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সাইবার অপরাধীরা বিপুল অর্থ উপার্জন করছে।

বিআইটিএসে সাইবার ও ম্যালওয়্যার বিশেষজ্ঞেরা সংশ্লিষ্ট খাতের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যু, প্রচলন ও হামলা প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে আলোচনা করতে একত্র হন। এ সম্মেলনের আয়োজন করে আইটি সিকিউরিটি কোম্পানি ইসেট। সম্মেলনে সাইবার ও ম্যালওয়্যার বিশেষজ্ঞেরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন।

(বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়)